দামুড়হুদায় খেজুর গাছ পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছিরা

শীতের আগমনী বার্তার সঙ্গে সঙ্গে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় শুরু হয়েছে খেজুর গাছ পরিচর্যার কাজ। নিপুণ হাতে গাছের পরিচর্যা ও চাঁচাছোলায় ব্যস্ত সময় পার করছেন বিভিন্ন গ্রামের গাছিরা। কয়েক দিনের মধ্যেই শুরু হবে রস সংগ্রহ। এরপর সেই রস থেকে তৈরি হবে সুস্বাদু গুড় ও পাটালি।

ছয় ঋতুর দেশ বাংলাদেশে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে প্রকৃতিতে আসে নানা বৈচিত্র্য। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলেও বইতে শুরু করেছে শীতের আগমনী বার্তা। শিশিরভেজা ঘাস আর হালকা কুয়াশার মধ্য দিয়ে শীতের প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রকৃতি। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী খেজুর গাছগুলোকে রস সংগ্রহের উপযোগী করে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন গাছিরা।

ইতিমধ্যে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের গাছিরা হাতে দা, কোমরে দড়ি নিয়ে খেজুর গাছের পরিচর্যা ও চাঁচাছোলার কাজ শুরু করেছেন। শীতের সকালে খেজুরের তাজা রস, সেই রসের গুড়ের সুবাস, পিঠা ও পায়েস গ্রামবাংলার চিরচেনা ঐতিহ্য। কয়েক দিনের মধ্যেই শুরু হবে রস সংগ্রহ। পরে সেই রস জ্বাল দিয়ে তৈরি করা হবে গুড় ও পাটালি। চুয়াডাঙ্গার খেজুরের রস ও গুড়ের সুনাম রয়েছে দেশজুড়ে।

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের তারিনিপুর গ্রামের গাছি জসিম উদ্দিনকে গ্রামের রাস্তার পাশে খেজুর গাছ পরিচর্যা করতে দেখা যায়। কোমরে মোটা দড়ি বেঁধে ও হাতে কাঁচি নিয়ে তিনি গাছ প্রস্তুতের কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

এ বছর কতটি খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করবেন, জানতে চাইলে জসিম উদ্দিন বলেন, তাঁর নিজের ৭০টি গাছ রয়েছে। এ ছাড়া অন্যের কাছ থেকে আরও ৯০টি গাছ নিয়েছেন। সব মিলিয়ে এ বছর ১৬০টি গাছ থেকে রস সংগ্রহ করবেন তিনি।

জসিম উদ্দিন জানান, গাছ পরিচর্যার কাজ প্রায় শেষের দিকে। অন্যের কাছ থেকে নেওয়া ৯০টি গাছের জন্য প্রতিটি গাছের বিপরীতে এক কেজি

দামুড়হুদায় খেজুর গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছিরা

পারদর্শী গাছিদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে খেজুর গাছের পরিচর্যা। চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের গাছিরা এখন খেজুর গাছ পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন।

বৈচিত্র্যময় ছয় ঋতুর দেশ আমাদের বাংলাদেশ। প্রতিটি ঋতুরই রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এ ঋতু বৈচিত্র্যের ধারাবাহিকতায় রাতের শেষে এখন জানান দিচ্ছে শীতের আগমন। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রকৃতিতে বইতে শুরু করেছে শীতের আগমনী বার্তা। শিশিরভেজা ঘাস আর হালকা কুয়াশায় প্রকৃতি সেজেছে অনিন্দ্য সুন্দর রূপে।

এই সময়টায় বাংলার ঐতিহ্যবাহী খেজুর গাছগুলোকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত গাছিরা। গাছ থেকে মিষ্টি রস আহরণের লক্ষ্যে চলছে পরিচর্যা ও ঝুড়ার কাজ।

ইতিমধ্যেই উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের গাছিরা হাতে দা, কোমরে দড়ি বেঁধে গাছ চাঁচাছোলার কাজে নেমেছেন। শীত মানেই গ্রামীণ জনপদের মানুষের মাঝে খেজুর রস ও তার তৈরি গুড়ের মৌ মৌ গন্ধ। শীতের সকালে খেজুরের তাজা রসের স্বাদ যেন অনন্য তৃপ্তি এনে দেয়। পাড়া- মহল্লায় এখনই চলছে রস দিয়ে পিঠা-পায়েস তৈরির প্রস্তুতি। আর ক’দিন পরই শুরু হবে রস সংগ্রহ, এরপর পাটালি ও গুড় তৈরির পর্ব। চুয়াডাঙ্গার রস ও গুড়ের সুনাম দেশের সর্বত্রই রয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের তারিনীপুর গ্রামের গাছি জসিম উদ্দিন রাস্তার পাশে কোমরে মোটা দড়ি, হাতে কাঁচি নিয়ে খেজুর গাছ ঝুড়ার কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন। তিনি জানান, আমার নিজস্ব ৫০টি এবং অন্যের কাছ থেকে নেওয়া ৭০টি, মোট ১২০টি গাছ থেকে এবছর রস সংগ্রহ করা হবে।

তিনি আরও বলেন, অন্যের কাছ থেকে নেওয়া ৭০টি গাছের জন্য প্রতিটি

গাছের বিনিময়ে ১ কেজি করে মোট ৭০ কেজি গুড় দিতে হবে।
একই গ্রামের গাছি জিয়ারুল হক বলেন, আমার ৯০টি খেজুর গাছ রয়েছে। গাছিরা এবার মজুরি নিচ্ছে প্রতি গাছে এক হাজার টাকা করে। তাই খরচ বাঁচাতে আমি নিজেই গাছ চাঁচাছোলার কাজ করছি।

হেমন্তের শুরুতেই দামুড়হুদা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী গুড়ের হাট জয়রামপুর স্টেশন বাজার, সরোজগঞ্জ বাজারসহ বিভিন্ন স্থানে গাছিরা তাদের তৈরি গুড় বিক্রির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এসব হাট থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাইকাররা ট্রাক ও আলমসাধুর মাধ্যমে গুড় সংগ্রহ করে নিয়ে যান।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা কার্যালয়ের তথ্যমতে, জেলার চারটি উপজেলায় মোট ২ লাখ ৪৮ হাজার ৯৬০টি খেজুর গাছ রয়েছে। এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ৯৩ হাজার ৪৫০টি, আলমডাঙ্গায় ৩৫ হাজার ৩১০টি, দামুড়হুদায় ৮৩ হাজার ও জীবননগরে ৩৬ হাজার ৫০০টি খেজুর গাছ রয়েছে।

জেলায় এ বছর ২ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন গুড় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা অর্জনে কর্মকর্তারা আশাবাদী।
যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মকর্তা মো. মাসুম আব্দুল্লাহ বলেন, গাছিদের গাছ কাটার কাজটি একটি শিল্প। শীত মৌসুম এলেই দক্ষ গাছিদের কদর বেড়ে যায়। খেজুরের রস ও গুড়ের ঐতিহ্য ধরে রাখতে গাছ রক্ষা ও নতুন করে রোপণের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে পরিকল্পিতভাবে খেজুর গাছ রোপণ ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এই গাছ অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশি চারার পাশাপাশি বিদেশি জাতের চারাও লাগানো যেতে পারে, তবে ঐতিহ্য ধরে রাখতে দেশি গাছ সংরক্ষণে জোর দিতে হবে।

আলমডাঙ্গায় আলোকিত মাধবপুর

সংগঠনের উদ্যোগে খেজুরগাছ রোপণ

আলমডাঙ্গায় আলোকিত মাধবপুর সংগঠন উদ্যোগে এলাকায় স্বেচ্ছাশ্রমে খেজুরগাছ রোপণ করেছে।

পরিবেশের বাস্তুরীতি এবং ভারসাম্য রক্ষায় খেজুর গাছের অবদান অপরিসীম। খেজুরের রস দাক্ষাশর্করা হিসেবে মানব দেহে শর্করার চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে। রস অতিস্বাদের পানীয়। খেজুর ফলে প্রচুর পরিমানে প্রোটিন যুক্ত হওয়ায় মানুষের জৈবিক ও দৈহিক শক্তির যোগান দেয়। খেজুর পাতা পাটি, বিছানা, ঘর, ঝাড়ু তৈরি করতে ব্যাবহৃত হয়। খেজুর গাছ খড়ি হিসেবেও ব্যাবহার করা হয়।

খেজুর, তাল, নারিকেল গাছ বজ্রনিরোধক হিসেবেও কাজ করে। আকাশের মেঘ আকর্ষণ করে বৃষ্টি ঝরায়। খেজুর গাছের এই সব উপকারীতা উপলব্ধি করে এলাকার যুব সমাজ স্বেচ্ছা শ্রমে নিজ অর্থায়নে রাস্তার দুপাশে খেজুর গাছ লাগিয়েছিলেন।

এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি তে উপস্থিত ছিলেন, আলোকিত মাধবপুর সংগঠনের সভাপতি রাসেল আহমেদ, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সহিদুল ইসলাম, মাধবপুর মডেল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আশরাফ জাহান আবেদ, মাধবপুর ওয়ার্ড ইউপি সদস্য আনিছুর রহমান, জামায়াতে ইসলামীর ওয়ার্ড সেক্রেটারি সজীব আহমেদ, মোঃ মেহেদী হাসান মাসুম, মোঃ রফিকুল ইসলাম, মোঃ জীবন প্রমুখ।